ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল গ্রামের সাপের কামড়ে আরাফাত হোসেন
(১৪) নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাতে সদর ঘোড়শাল গ্রামের তালতলা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত আরাফাত হোসেন ওই গ্রামের হান্নান মুসল্লীর ছেলে।

স্বজনরা জানায়, রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো আরাফাত হোসেন। রাত ১১ টার দিকে ঘুমের মধ্যে বিষধর সাপ তাকে ছোবল দেয়। টের পেয়ে স্বজনরা তাকে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বাড়ি ফিরলে রাত ৩ টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরাফাতের মৃত্যু হয়। কিশোর আরাফাত ঘোড়শাল মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলো।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা: রাজিয়া সুলতানা বলেন, আরাফাতকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে ১ হাজার ৫০০ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার, বীজ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১০ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের আয়োজনে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক হাসান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ রানা, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মুহাম্মদ জুনাইদ

হাবীব, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মীর রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিভাগ জানায়, খরিপ-২ মৌসুমে সরকারের কৃষি প্রণোদনার আওতায় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১ হাজার ৫০০ কৃষকের প্রত্যেককে ২০ কেজি রাসায়নিক সার, ১ কেজি পেঁয়াজের বীজ, ১ কেজি বালাইনাশক ও ২ কেজি পলিথিন রোল দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম ধাপের ‘স্পোর্টস ভিলেজ’

তৃণমূল থেকে নতুন খেলোয়াড় তৈরি ও মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ঝিনাইদহে দেশের প্রথম ধাপের ১০টি ‘স্পোর্টস ভিলেজ’ এর একটি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক।

গতকাল শনিবার জেলা শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে ‘জেলা পরিষদ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান আসাদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ তথ্য জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক।

প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জানান, বর্তমান ঝিনাইদহ স্টেডিয়ামকে আধুনিক রূপ দিতে গ্যালারিসহ পূর্ণাঙ্গ সুযোগ-সুবিধাসংবলিত স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। এর পাশাপাশি জেলাজুড়ে সাঁতার শেখা ও নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ তৈরিতে একটি মানসম্মত সুইমিংপুল নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

তিনি আরও বলেন, সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪টি জেলাতেই স্পোর্টস ভিলেজ ও সুইমিংপুল নির্মাণ করা। এর উদ্দেশ্য কেবল পেশাদার খেলোয়াড় তৈরি করা নয়, বরং ক্রীড়াচর্চার

মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে মাদকমুক্ত রাখা এবং একটি স্বাস্থ্যবান সমাজ গঠন করা।

‘জেলা পরিষদ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর আয়োজক ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের প্রশাসক ও ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ এ আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দুই মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী সচিব রাশেদ খান জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ মজিদকে সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তাঁরা দর্শকদের অভিনন্দন জানান।

জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ মজিদ বলেন, ‘এমন খেলা ঝিনাইদহে হতেই থাকবে।’

অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ক্রীড়া সংগঠক ও বিপুলসংখ্যক ফুটবলপ্রেমী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আইনবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান আসাদ, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক এবং রাশেদ খান বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার মাধ্যমে জাঁকজমকপূর্ণ এই টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহে সড়ক বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ১৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ১৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার শেখপাড়া- লাঙ্গলবাঁধ সড়কের পাইকপাড়া, ডাউটিয়া ও চাকিরগাতি এলাকায় এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শৈলকুপা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেবাশীষ অধিকারীর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে সওজের বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশ নেন।

সওজ সূত্রে জানা গেছে, শেখপাড়া-লাঙ্গলবাঁধ সড়ক প্রশস্তকরণ ও বাঁক সরলীকরণ প্রকল্পের আওতায় শৈলকুপা উপজেলার পাইকপাড়া, ডাউটিয়া ও চাকিরগাতি মৌজায় অধিগ্রহণ করা ২ দশমিক ২৮৬ একর জমিতে নির্মিত ১৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান, সওজ ঝিনাইদহের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. জিয়াউদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী ও স্টাফ অফিসার আহসান-উল-কবীরসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস, গ্রাম পুলিশ, আনসার এবং শৈলকুপা থানা পুলিশের সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।

সওজ ঝিনাইদহের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান বলেন, “উচ্ছেদ করা ১৯টি স্থাপনা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে ১ লাখ ৪৫ হাজার ১০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।”

ঝিনাইদহে মানববন্ধন ও সমাবেশ

ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমানের অসম্পূর্ণ ভাস্কর্য অপসারণের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নাগরিক সমাজের একটি প্রতিনিধি দল। এ সময় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুর ১টায় ঢাকা থেকে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল-সংলগ্ন চত্বরে পৌঁছায়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে তারা ভাঙচুর হওয়া বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সমাবেশে বক্তব্য দেন প্রতিনিধি দলের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক আবু সাইদ খান, মানবাধিকার কমিশনের সাবেক কমিশনার ও গুম কমিশনের সাবেক সদস্য নূর খান লিটন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক

রোবায়েত ফেরদৌস, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ফারাহ তানজীম তিতিল এবং জেলা বাসদের সভাপতি অ্যাডভোকেট আসাদুল ইসলাম।

পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা ভাস্কর্যটি পূর্বের স্থানে দ্রুত পুনর্নির্মাণ এবং ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৩ জুলাই থেকে ঝিনাইদহ শহরের প্রবেশমুখে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের নির্মাণাধীন অসমাপ্ত চত্বর ও ভাস্কর্য অপসারণের কাজ শুরু হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর দেশজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮ জুলাই থেকে ভাস্কর্যটি অপসারণের কাজ স্থগিত করে জেলা প্রশাসন।

ঝিনাইদহে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের আয়োজনে জেলা পরিষদ প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬-এর ফাইনাল খেলা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক ও ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. এ. মজিদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্টের সদস্য সচিব জাহিদুজ্জামান মনা, নির্বাহী সদস্য ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সভাপতি

আহসান হাবিব রনক, আয়ুব হোসেন রানা, মাহবুবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ৮ আগস্ট (শনিবার) বিকেল ৩টায় জেলা পরিষদ প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬-এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

এ সময় আয়োজকরা জানান, ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব রাশেদ খানের সম্মতি পাওয়া গেছে।

জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এম. এ. মজিদ বলেন, খেলাটি সকল দর্শকের জন্য উন্মুক্ত এবং বিনামূল্যে উপভোগ করা যাবে। তিনি জেলার সর্বস্তরের মানুষকে মাঠে এসে ফাইনাল খেলা উপভোগ করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে ট্রাফিক পুলিশ ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের লেন ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম

সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, দুর্ঘটনা কমানো এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহ জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, ঝিনাইদহ জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে লেন ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বর থেকে কেসি কলেজ পর্যন্ত সড়কে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা ট্রাফিক পুলিশের সদস্যদের পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবীরা অংশ নেন।

কার্যক্রমে ধীরগতির যানবাহনকে নির্ধারিত ‘স্লো লেন’ এবং দ্রুতগতির যানবাহনকে ‘ফাস্ট লেন’ ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ভুল লেনে চলাচলকারী যানবাহনকে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক লেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি চালক ও পথচারীদের ট্রাফিক আইন মেনে চলা, নির্ধারিত স্থান দিয়ে সড়ক পারাপার, অপ্রয়োজনে লেন পরিবর্তন না করা এবং ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণের বিষয়ে সচেতন করা হয়।

নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি মো.সজিব হোসেন বলেন, নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠা সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। জনসচেতনতা সৃষ্টি ও ট্রাফিক আইন মেনে চলার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাজিদ মাহমুদ বলেন, লেন শৃঙ্খলা না মানাই সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তাই চালক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সঠিক লেন ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জেলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মো. মশিউর রহমান বলেন, ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা আরও সহজ হবে।

এ সময় নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবীদের পাশাপাশি ঝিনাইদহ জেলা ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, নিরাপদ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উত্তর নারায়ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। তার বিরুদ্ধে ডাকবাংলা বাজারের শতবর্ষী মসজিদ‘মাগুরাপাড়া

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

চুরি মামলায় ৪ জন গ্রেপ্তার, ২টি মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একটি স্বর্ণ ও মোবাইল চুরির মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে চুরি হওয়া দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া চুরি হওয়া স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য আলামত উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুম বেল্লা জানান, গত ১৫ জুন উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের শান্তির বাড়িতে সংঘটিত একটি চুরির ঘটনায় দুর্বৃত্তরা স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করে।

মামলার তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সোমবার (৩ আগস্ট) উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রাম থেকে যশোর জেলার শার্শা উপজেলার গোড়পাড়া গ্রামের রশিদুলের ছেলে নয়ন (২০)-কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তিনি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

নয়নের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ফারুক হোসেনের ছেলে শিমুলকে পৌর শহরের আদর্শপাড়ায় তার শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর শিমুলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের ইয়ানুরের ছেলে ইমন এবং একই গ্রামের লিয়ামিন ওরফে সুরুজকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতদের হেফাজত থেকে চুরি হওয়া দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। চুরি হওয়া স্বর্ণালংকারসহ অন্যান্য মালামাল উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত চার আসামির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।